স্কুলের পাশেই মদের আসর, প্রশাসনকে জানিয়েও লাভ হয়নি

লাঠি হাতে মদের বিরুদ্ধে মহিলারা

সঞ্জীব ঘোষ, গোঘাট ঃ মাতালদের উপদ্রবে এলাকার সুস্থ পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে। সংসারে নিত্য অশান্তি লেগেই আছে। ছাত্রছাত্রীরাও পড়াশোনা করতে পারছে না। অভাবের সংসারে অল্প সম্বলটুকুও মদ খেয়ে উড়িয়ে দিচ্ছে বাড়ির পুরুষরা। তাই এরই প্রতিবাদে সোমবার হুগলির গোঘাটের আনুড় গ্রামে অভিযান চালালেন এলাকার মহিলারা। তাতে সামিল হল খুদে পড়ুয়ারাও। একের পর এক বাড়িতে ভাঙচুর চালিয়ে চোলাই ও দেশি মদ নষ্ট করে দিলেন তাঁরা। স্থানীয় বাসিন্দা দোলন রায়, সন্তোষী রায়, বন্দনা রায় প্রমুখরা জানালেন, দীর্ঘদিন ধরেই গ্রামে চোলাই মদের রমরমিয়ে ব্যবসা চলছিল। এছাড়াও ছিল বাইরে থেকে দেশি মদের আমদানি। কিন্তু বার বার অভিযান চালিয়ে অনেকটাই মদের প্রকোপ কমে গিয়েছিল। প্রশাসনকে বলে কোন কাজ না হলেও এলাকার মহিলারা নিজেদের উদ্যোগে এই অভিযান চালিয়েছিলেন। যদিও আবারও বেশ কিছুদিন ধরেই শ্রীমন্ত দাস, ষষ্ঠী দাস ও অঞ্জলি রায়েরা এলাকায় মদ বিক্রির আসর বসাচ্ছিল। স্থানীয় স্কুলের পাশেই তারা মদ বিক্রি শুরু করেছিল। এরফলে এলাকার সুস্থ পরিবেশ একেবারেই ছিল না। স্কুল পড়ুয়ারাও মদের গন্ধে টিকতে পারছিল না। অনেক পড়ুয়াও স্কুলে যাওয়ার নাম করে বেরিয়ে মদ খেয়ে বাড়ি ফিরত বলে অভিযোগ। কেউ কেউ আবার মদের নেশায় পড়াশোনা ছেড়েও দেয়। তারা একটু আধটু কাজ করে যা উপার্জন করে তা মদের পিছনেই খরচ করে দেয়। বাড়ির রোজগেরে পুরুষরাও যা উপার্জন করে তাও মদ খেয়ে খরচ করে দেয়। এমনকি বাড়ির মহিলারা পরিশ্রম করে টাকা রোজগার করে আনলেও তাও জোর করে কেড়ে নেয়। বাড়ির ছেলেমেয়েরা পড়াশোনা করতে সমস্যা পড়ে। এনিয়ে বার বার প্রতিবাদ জানালেও মদ বিক্রেতারা তাঁদের কথা কানে তোলেনি। দোলন রায় জানান, রবিবার তিনি মদ বিক্রির প্রতিবাদ করেছিলেন। তাই তাঁকে সারা রাত গালিগালাজ করা হয়। সকালে পুনরায় তাকে মারধর করার চেষ্টা করা হয়। এমনকি তাঁর গায়ের উপর একটি সাইকেল ছুঁড়ে ফেলা হয়। এরপরেই ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যায় এলাকার মহিলাদের। তাঁরা একযোগে চড়াও হন মদ বিক্রেতাদের বাড়ি বাড়ি। তাঁরা বাড়িতে ঢুকে সমস্ত সরঞ্জাম নষ্ট করে দেন। বহু দেশি ও চোলাই মদ উদ্ধার হয়। সে সবও নষ্ট করা হয়। তাঁদের সঙ্গে যোগ দেয় স্কুল পড়ুয়া মল্লিকা দাস, রিম্পা দিগের প্রমুখরাও। এই দুই ছাত্রী জানাল, বাড়িতে মদ খাওয়া নিয়ে সবসময় অশান্তি চলে। মায়েদেরকে মারধর করে। ফলে পড়াশোনার ভীষণ অসুবিধা হয়। তাই তারাও চায় অবিলম্বে এলাকায় মদ বিক্রি বন্ধ হোক। তাই এদিন বড়দের সাথে তারাও পথে নেমেছিল। এব্যাপারে গোঘাট ২নং ব্লক তৃণমূল সভাপতি তপন মণ্ডল বলেন, বিষয়টি নজরে এসেছে। প্রশাসনকে এর বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য বলব।

লাঠি হাতে মদের দোকানে হানা প্রমিলাবাহিনীর। (ইনসেটে) সামিল হয়েছে খুদে পড়ুয়ারাও।

গোঘাটে হরিণের মতো জন্তু

নিজস্ব সংবাদদাতা, গোঘাট ঃ হুগলির গোঘাট ১নং ব্লকের দাহিয়াকান্দা এবং শাওড়ার মাঝে একটা ধানের জমিতে আলু তোলার সময় মঙ্গল টুডু লক্ষ্য করেন একটি হরিণের মতো দেখতে জন্তু চরছে। মঙ্গল টুডু সঙ্গে সঙ্গে গ্রামে খবর পাঠালে গ্রামের বহু মানুষ গিয়ে জন্তুটিকে দেখতে পান। তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে গোঘাট থানা এবং বনদপ্তরে খবর পাঠান। গোঘাট থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে জন্তুটিকে দেখতে পায়। বেশ কিছুক্ষণ সেটি থাকার পর মানুষের কোলাহল শুনে বনদপ্তরের কর্মীরা আসার আগেই দলকার জলার দিকে চলে যায়। পরে গ্রামবাসীরা গ্রামবাসীরা বহু চেষ্টা করে তাকে আটক রাখে। পরে বনদপ্তরের হাতে তুলে দেয়। মঙ্গল টুডু জানালেন, আমি আলুতোলার কাজে ব্যস্ত ছিলাম।

হঠাৎ করে দেখি আমার কাছেই জন্তুটি চড়ছে। আমি জন্তুটিকে না তাড়িয়ে গ্রামে খবর পাঠাই। গ্রামের বহু মানুষ এসে জন্তুটিকে দেখতে পান।

ছেলেধরা গুজবে মারধর

নিজস্ব সংবাদদাতা, হরিপাল ঃ হুগলির হরিপালের সাহামনিতলায় ছেলেধরা গুজবে উত্তেজনা ছড়াল। অজ্ঞাত পরিচয়ের এক ব্যক্তিকে ছেলেধরা সন্দেহে বেধড়ক মারধর করে একটি দোকান ঘরে আটকে রাখে গ্রামবাসীরা। পরে পুলিশ গিয়ে গ্রামবাসীদের হটিয়ে দিয়ে ওই ব্যক্তিকে উদ্ধার করে। শ্যাম ঘাঁটির সাত বছরের ছেলে দীপঙ্কর ঘাঁটিকে খেলা দেখানোর অছিলায় ধরে নিয়ে যাচ্ছে এক অপরিচিত লোক। এই গুজব ছড়িয়ে পড়তেই শুরু হয় মারধর। কিছুদিন আগে উত্তর ২৪ পরগনার, নদীয়া, বর্ধমানসহ হুগলি বেশ কয়েকটি জায়গায় ছেলেধরা গুজবে গণপিটুনিতে মৃত্যু, গাড়ি পুড়িয়ে দেওয়ার মত ঘটনা ঘটে। পুলিশ প্রশাসন থেকে গুজবের বিরুদ্ধে মানুষকে সচেতন করতে প্রচার চলে। গত কয়েক দিন ধরে এবার তারকেশ্বর ও হরিপালেও ছেলেধরা গুজব ছড়িয়েছে। রবিবার তারকেশ্বরের বালিগোড়ির তিন যুবক মারুতি গাড়ি নিয়ে হরিপালের নন্দকুঠিতে ঘুরতে যায়। গ্রামের রাস্তায় গাড়ি ঘোরানোর সময় ছেলেধরা সন্দেহে মারধর করা হয়। ভাঙচুর করা হয় মারুতি গাড়ি।

খবর পেয়ে পুলিশ উদ্ধারে গেলে পুলিশের গাড়িও ভাঙচুর চলে। পরে অর্ণব দাস, প্রদীপ দাস ও সেখ হাসান নামে তিন যুবককে উদ্ধার করে পুলিশ। আজ আবার সাহামনিতলার ঘটনায় নতুন করে ছেলেধরা গুজব ঠেকাতে পুলিশকে চিন্তায় ফেলেছে।

জন্মদিনে শায়রের মৃত্যু নিয়ে রহস্য ঘনীভূত, সন্দেহে দুই বন্ধু

নিজস্ব সংবাদদাতা, শ্রীরামপুর ঃ জন্মদিনের দিন হুগলির শ্রীরামপুরের মাহেশের যুবক শায়র কর (২২) -এর অস্বাভাবিক মৃত্যুকে কেন্দ্র করে ক্রমশ রহস্য ঘনীভূত হচ্ছে। ২৩ ফেব্রুয়ারি জন্মদিনের রাতে রিষড়ায় রেল গোডাউনের পিছনে রেল লাইনের উপর থেকে শায়রের রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার করে শেওড়াফুলির জি আর পি। ২৪ ফেব্রুয়ারি মৃতদেহ শনাক্ত করেন বাবা রতন কর। মৃতের বাবার অভিযোগ, তাঁর সন্দেহ এই মৃত্যুর সাথে ছেলের দুই বন্ধু কোনওভাবে যুক্ত আছে। এ বিষয়ে তিনি শেওড়াফুলিতে ছেলের দুই বন্ধু দমদম ক্যান্টনমেন্টের বিশাল বৈধা ও সালকিয়ার সুরজিৎ বণিকের বিরুদ্ধে শনিবার সন্ধ্যায় শেওড়াফুল্লি জি আর পিতে অভিযোগ দায়ের করেছেন। শায়র সল্টলেকের একটি কলেজ থেকে বিসিএ পাশ করার পর একটি কম্পিউটার কোম্পানিতে ট্রেনিং নিচ্ছিলেন। ওই কোম্পানিতে ১মার্চ চাকরিতে যোগ দেওয়ার কথা শায়রের। ২৩ ফেব্রুয়ারি শায়রের জন্মদিন উপলক্ষ্যে সকাল থেকেই প্রস্তুতি চলছিল। সকাল সোয়া ৭টায় তারই কলেজের বন্ধু সুরজিৎ সালকিয়া থেকে স্কুটিতে করে মাহেশে বন্ধু শায়রকে তাঁর জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানাতে আসে। সকাল থেকেই সুরজিৎ শায়রের বাড়িতেই ছিল। এরই মাঝে দমদমের পূজা চক্রবর্তী নামে এক যুবতী শায়রকে ফোন করে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানায়। দুপুর দুটোয় শায়র ও তাঁর বন্ধু যখন খেতে বসার জন্য তৈরি হচ্ছে তখন ফেসবুক ফ্রেন্ড নবম শ্রেণির ছাত্র বিশাল বৈধা ফোন করে। মৃতের বাবা রতনবাবু জানান, এই ফোন পাওয়ার পরেই দুজনে খুব অস্থির হয়ে ওঠে। কোনওরকমে খাবার খেয়ে দুজনে দুপুর ৩টেয় দমদম যাচ্ছি বলে বেরিয়ে যায়। দীর্ঘক্ষণ ছেলে বাড়ি না ফেরায় রাত ৯টা ২০মিনিটে শায়রকে মা কাকলি কর ফোন করেন। ছেলে ফোনে মাকে জানান, 'এখন ভদ্রেশ্বরে আছি। কিছুক্ষণের মধ্যেই বাড়ি ফিরব।' তারপর এক ঘন্টা হয়ে যাওয়ার পর ছেলে বাড়ি না ফেরায় মা কাকলি কর আবার ফোন করেন। কিন্তু ছেলের মোবাইল তখন সুইচ অফ। পরের দিন ২৪ ফেব্রুয়ারি জি আর পি থেকে খবর পেয়ে হাসপাতালে গিয়ে শায়রের দেহ সনাক্ত করেন পরিবারের লোকজন। জানা যায়, ঘটনার দিন শায়র দমদমের একটি কম্পিউটার সেন্টারে যান। সেখানে তাঁকে বিশাল ও ওই যুবতী পূজা তাঁকে জন্মদিনে সেলিব্রেট করে। এরপর দমদম থেকে শায়র চন্দননগরে তাঁর আর এক বন্ধু সুমন দাসের সঙ্গে দেখা করেন। গঙ্গারঘাটে তাঁরা বেশ কিছুক্ষণ সময় কাটান। তারপর বাড়ি ফেরার পথে ঘটনাটি ঘটে। ঘটনার দিনই সুরজিৎ বিশালকে ফেসবুকে মেসেজ দিয়ে জানান, শায়র মারা গেছে। সুরজিতের মেসেজের সত্যতা জানার জন্য বিশাল ওই রাতেই সুমনকে ফেসবুকে মেসেজ দিয়ে জানতে চায়, শায়রের খবর কিছু জানিস। সুরজিৎ বলছিল শায়র মারা গেছে। এই সব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে রতনবাবু তাঁর ছেলের দুই বন্ধু বিশাল ও সুরজিতের বিরুদ্ধে শেওড়াফুলি জি আর পিতে অভিযোগ দায়ের করেন। জি আর পি বিশাল ও ওই যুবতী পূজাকে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদও করে। কিন্তু অপর অভিযুক্ত সুরজিতের ফোনের সুইচ অফ থাকায় তার খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ। এখনও পর্যন্ত জি আর পি ধন্দে আছে। তাদের ধারনা সুরজিতের খোঁজ পেলে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে এই ঘটনার কোনও সূত্র মিলতে পারে।

ছাত্রীদের স্কলারশিপ প্রদান

নিজস্ব সংবাদদাতা, তারকেশ্বর ঃ করমণ্ডল ইন্টারন্যাশানাল লিঃ-এর গ্রামীণ কন্যা সন্তানদের শিক্ষার অনুপ্রেরণার স্বার্থে নবম ও দশম শ্রেণির ছাত্রীদের স্কলারশিপ বিতরণ করা হল। উল্লেখ্য, এই সংস্থাটি কীট ব্যবসায় প্রতিষ্ঠিত। ব্যবসার পাশাপাশি গ্রামের মেয়েদের শিক্ষায় অনুপ্রেরণা দেওয়ার কাজও করে থাকে। তাই হুগলির জেলার চারটি ব্লকে সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলের মোট ১৭জন ছাত্রীকে স্কলারশিপ দেওয়া হয়। স্কুলগুলির তালিকায় রয়েছে ক্যালচিরা হাইস্কুল, বৈদ্যবাটী এস এন রায় বালিকা বিদ্যালয়, রামনগর নুটবিহারী পালচৌধুরী হাইস্কুল, চাঁপাডাঙ্গা বিজয়কৃষ্ণ বিদ্যালয়। এই সমস্ত বিদ্যালয়ের প্রথম ও দ্বিতীয় স্থানাধিকারী ছাত্রীদের যথাক্রমে ৫ হাজার ও সাড়ে ৩ হাজার টাকা করে স্কলারশিপ দেওয়া হয়। আগামীদিনে আরও বেশি ছাত্রীদের হাতে এই সাহায্য তুলে দেওয়া হবে বলে সংস্থার পক্ষ থেকে বলা হয়েছে। উপস্থিত ছিলেন কোম্পানির ইস্টার্ন জোনের জেনারেল ম্যানেজার মাধব অধিকারী, তারকেশ্বর ব্লক এ ডি এ সজীব মণ্ডল, পুরসভার উপপুরপ্রধান উত্তম কুণ্ডু, জি কে ভৌমিকসহ বহু বিশিষ্ট অতিথি।

উল্টোপুরাণ ঃ তৃণমূল প্রধানকে সরাল তৃণমূলিরা

নিজস্ব সংবাদদাতা, বলাগড় ঃ এ যেন উল্টো পুরাণ। সিপিএমের অনাস্তার পক্ষে ভোট দিয়ে তৃণমূল প্রধানকে সরিয়ে দিল তৃণমূলেরই সদস্যরা। ঘটনাটি হুগলির বলাগড় ব্লকের সিজা কামালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে। সিপিএমের প্রধান অজয় দে বংশী দল ত্যাগ করে তৃণমূলে যোগ দিয়েছিলেন। দল বদল করলেও তিনি প্রধান পদেই থেকে যান। তাঁর বিরুদ্ধে অনাস্থা আনেন সিপিএমের ১০ সদস্য। সোমবার ছিল অনাস্থা ভোট। সিপিএমের ৯জন আর তৃণমূলের ৬জন অনাস্থার পক্ষে ভোট দেন। একজন সিপিএম সদস্য ও একজন বিজেপি সদস্য অনুপস্থিত থাকেন। ফলে ১৫-০ ভোটে প্রধান পরাজিত হন। রাজ্যের দুই শত্রু শিবিরের সদস্যরা অনাস্থার পক্ষে একসঙ্গে ভোট দেওয়ায় সরতে হল তৃণমূলেরই প্রধানকে। কিন্তু কেন তৃণমূল সদস্যরা সিপিএমের আনা অনাস্থায় ভোট দিলেন? দুর্নীতিগ্রস্ত লোকেদের দলে নিয়ে তাদের পদ দেওয়া হচ্ছে যেটা ভালোভাবে নিচ্ছেন না নিচু তলার তৃণমূল কর্মীরা। অজয় দে বংশী সিপিএমে থাকা কালীন তাঁর বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ ওঠে। সেই দলে নেওয়াটা মেনে নিতে পারেননি দলীয় কর্মীরা। তাই সিজা কামালপুরে সিপিএমের সঙ্গে হাত মিলিয়ে প্রধানকে সরিয়ে দিল তৃণমূলেরই ৬ সদস্য।

আরামবাগ হাসপাতালে মাধ্যমিক

নিজস্ব সংবাদদাতা, আরামবাগ ঃ মাধ্যমিক পরীক্ষা চলাকালীন অসুস্থ হয়ে পড়ল এক ছাত্র। ছাত্রের নাম সেখ আরিফ ইসলাম। বাড়ি বর্ধমানের জামালপুরে। তবে সে তার মামাবাড়ি হুগলির আরামবাগের হরিণখোলা ২নং গ্রাম পঞ্চায়েতের তাড়াল গ্রামে থাকে। সেখান থেকে সে দক্ষিণ রসুলপুর হাইস্কুলে পড়াশোনা করে। এবার মাধ্যমিকে তার পরীক্ষাকেন্দ্র ছিল আরামবাগের হাটবসন্তপুর হরপার্বতী ইনস্টিটিউশনে। আরিফের বাবা মহম্মদ আরাফৎ মল্লিক জানান, শনিবার প্রচণ্ড জ্বর নিয়ে আরিফ পরীক্ষা দেয়। সোমবার ছিল অঙ্ক পরীক্ষা। এদিন সে পরীক্ষার হলেই অসুস্থ হয়ে পড়ে। তাকে নিয়ে যাওয়া হয় আরামবাগ মহকুমা হাসপাতালে। সেখানে হাসপাতাল সুপার শিশির কুমার নস্কর তার পরীক্ষার ব্যবস্থা করেন।

হুগলির কামারপুকুরে লাইফ স্টক সোসাইটির চিকিৎসালয়ে অসুস্থ কুকুরের স্যালাইন চলছে। ছবি - নিজস্ব

চাঁপদানিতে এমপি কাপ ক্রিকেট

নিজস্ব সংবাদদাতা, চাঁপদানি ঃ হুগলির চাঁপদানি ইন্দিরা ময়দানে শুরু হল এম পি কাপ ক্রিকেট চ্যাম্পিয়ান ট্রফি। এই প্রতিযোগিতায় রাজ্যের বিভিন্ন জেলার ১৬টি দল অংশগ্রহণ করে। রবিবার এই খেলায় কলকাতার মহামেডান স্পোর্টিং ও ব্যারাকপুর এয়ারফোর্স প্রতিযোগিতা করে। ব্যারাকপুর ২৪ রানে মহামেডান স্পোর্টিংকে হারিয়ে বিজয়ী হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, চাঁপদানি পৌরপ্রধান সুরেশ মিশ্র, বৈদ্যবাটী পুরপ্রধান অরিন্দম গুঁই, উত্তরপাড়া পৌরপ্রধান দিলীপ যাদবসহ চাঁপদানি পৌরসভার প্রাক্তন ও বর্তমান জনপ্রতিনিধিরা। এপ্রসঙ্গে চাঁপদানি ৬নং ওয়ার্ড জনপ্রতিনিধি জিতেন্দর সিং জানান, চাঁপদানি ইন্দিরা ময়দানে এই প্রথম এম পি কাপ ক্রিকেট চ্যাম্পিয়ান ট্রফি হচ্ছে। ১০ মার্চ দিবারাত্রি ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হবে। তিনি জানান, সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহযোগিতায় বহুদিন পর ক্রিকেট প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এর আয়োজক চাঁপদানি পৌরসভা। সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, এতবড় মাঠের চারপাশে দর্শকদের বসার আসন থাকলে ভালো হতো। চূড়ান্ত খেলার দিন ক্রীড়ামন্ত্রী লক্ষীরতন শুক্লার হাজির থাকার কথা। তিনি এলে মাঠের পরিকাঠামো প্রসঙ্গে বলা হবে। ওইদিন বাংলা দলের বেশ কিছু ক্রিকেটার বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকবেন।

ভদ্রেশ্বরে বাইক উদ্ধার, গ্রেফতার ১

নিজস্ব সংবাদদাতা, ভদ্রেশ্বর ঃ হুগলির ভদ্রেশ্বরে চুরি যাওয়া এক মোটর বাইক উদ্ধার করল পুলিশ। সেই সঙ্গে গ্রেফতার হল একজন। সম্প্রতি ভদ্রেশ্বর থানার সারদাপল্লীর একটি বাড়ি থেকে নতুন একটি বাইক চুরি হয়ে যায়। ওই গাড়ির মালিক ভদ্রেশ্বর থানায় ১৩ ফেব্রুয়ারি লিখিত অভিযোগ জানিয়েছিলেন। এরপরেই তদন্তে নামে পুলিশ। রবিবার ভদ্রেশ্বর বাবুরবাজার এলাকায় নাকাচেকিং-এর সময় গাড়িটি ধরা পড়ে। ভদ্রেশ্বর থানার ওসি নন্দ পানিগ্রাহী জানান, গাড়িটি রবিবার উদ্ধার করা হয়েছে। চুরির অভিযোগে ননী দাস নামে চুঁচুড়ার রবীন্দ্রনগরের এক যুবককে গ্রেফতার করা হয়েছে। বাবুরবাজার তেলেনিপাড়ার গঙ্গার ঘাট দিয়ে ২৪ পরগনায় গাড়িটি পাচার করার উদ্দেশ্যে ছিল।

গোঘাটে ছাগল প্রদান

নিজস্ব সংবাদদাতা, গোঘাট ঃ হুগলির গোঘাট ২নং ব্লকে ৩জন উপভোক্তাকে প্রাণীসম্পদ দপ্তর থেকে মোট ৫টি করে ছাগল বিতরণ করা হয়। ৪টি করে মহিলা ছাগল এবং ১টি করে পুরুষ ছাগল। ছাগলের খাবার এবং ওষুধ দেওয়া হয়। এই ছাগল বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গোঘাট ২নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পুতুল মুর্মু, বি এল ডি ও তরুণ কুমার সাহা রায়, সেখ সাহাবুদ্দিন, ফরিদ খান এবং বিকাশ মুখার্জী।

আরামবাগে যন্ত্রাংশ চুরি, গ্রেফতার ২

নিজস্ব সংবাদদাতা, আরামবাগ ঃ রিলায়েন্স ফাইবার অপটিক্যালের যন্ত্রাংশ চুরির অপরাধে পুলিশ গ্রেফতার করল দুজনকে। ধৃতদের নাম আব্বাস খান ও আনসারুল সেখ। আব্বাসের বাড়ি পশ্চিম মেদিনীপুরের গড়বেতা থানার একারিয়া গ্রামে। অন্যদিকে আনসারের বাড়ি বীরভূমে। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, আব্বাস আরামবাগের আন্দিমহল্লা এলাকায় ভাড়া থাকত। আব্বাসকে আরামবাগ থেকে আনসারকে দুর্গাপুর থেকে গ্রেফতার করে। সে রিলায়েন্স ফাইবার অপটিক্যালের আরামবাগ বাসুদেবপুর মোড়ের অফিসে কাজ করত। জানা গেছে, এই কোম্পানির এরিয়ার ম্যানেজার সঞ্জয়কুমার ২২ ফেব্রুয়ারি আরামবাগ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। তিনি জানান, প্রায় সাড়ে সাত লক্ষ টাকার জিনিসপত্র বাসুদেবপুর থেকে চুরি গেছে। এর মধ্যে ছিল কেবল লোকেটর, প্লিজার এবং ও পি ডি। অভিযোগের পরেই পুলিশ তদন্তে নামে। ধৃতদের মোবাইল টাওয়ারে লোকেশন এবং চুরি যাওয়া স্থানের সি সি টিভি ফুটেজ দেখে এই দুজনকে গ্রেফতার করে। জানা গেছে, আব্বাস এই যন্ত্রাংশগুলি মাত্র ২ লক্ষ ৬০ হাজার টাকায় বিক্রি করে। আনসার বর্তমানে দুর্গাপুরের একটি কোম্পানীতে কর্মরত। পুলিশ যন্ত্রাংশগুলি উদ্ধার করেছে। এই চক্রের মধ্যে আর কেউ আছে কিনা তা নিয়েও পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

নিরোগ ডায়গনষ্টিক
আরামবাগ, কোর্ট রোড, হুগলী
Ph. 03211-256950, Mob. 9732843677
স্পাইরাল 3D মাল্টিস্লাইস
সিটিস্ক্যান